ICLEI
Local Governments for Sustainability
SOUTH ASIA

ইকলী - লোকাল গভর্নমেন্টস্ ফর সাসটেইনেবিলিটি সাউথ এশিয়া, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস

ইকলী - লোকাল গভর্নমেন্টস্ ফর সাসটেইনেবিলিটি, বিশ্বব্যাপী ২,৫০০ টিরও বেশি স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার নিয়ে গঠিত একটি শহর ভিত্তিক নেটওয়ার্ক। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের দল দ্বারা পরিচালিত এবং টেকসই নগর উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইকলীর কার্যক্রম ১২৫ টিরও বেশি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে, আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫ শতাংশেরও বেশি নগর জনসংখ্যা প্রভাবিত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে আমরা মূলত স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার ভিত্তিক কাজ বাস্তবায়ন এবং এর প্রচার করে থাকি। যাতে করে টেকসই নগর, জলবায়ু সহনশীলতা, দক্ষ জনবল, উন্নত জীববৈচিত্র্য, নিম্ন কার্বন নির্গমন, অধিক উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতির বিকাশ এবং সুস্থ ও সুখী সম্প্রদায় অর্জনের মাধ্যমে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ নগরীর বিকাশ করা যায়।

ইকলী, জাতীয় টেকসই নীতির আলোকে আন্তর্জাতিক নীতিমালাগুলিকে স্থানীয় নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত এবং এর বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এছাড়াও স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের কাজগুলিকে অধিকতর টেকসই করতে বিশ্বব্যাপী উত্তর-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতামূলক কার্যক্রমগুলির সাথে সমন্বয় করে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ইকলীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি ভারতের নয়া দিল্লীতে অবস্থিত, যা **ইকলী - লোকাল গভর্নমেন্টস্ ফর সাসটেইনেবিলিটি, সাউথ এশিয়া (ইকলী - সাউথ এশিয়া)** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে ইকলী - সাউথ এশিয়া ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দক্ষিণ এশিয়ার মোট ৭৫ টিরও বেশি শহর ইকলীর সদস্য। ফলে এই অঞ্চলে ইকলী - সাউথ এশিয়া একটি শক্তিশালী নগর ভিত্তিক নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইকলী - লোকাল গভর্নমেন্টস্ ফর সাসটেইনেবিলিটি সাউথ এশিয়া, বাংলাদেশ (ইকলী সাউথ এশিয়া - বাংলাদেশ) - বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসটি ঢাকায় অবস্থিত, যা ২০১৮ সাল থেকে পরিচালিত হলেও আমরা ২০১০ সাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। বর্তমানে রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ এবং সিংড়াতে আমাদের প্রকল্প অফিস রয়েছে।

আমাদের নেটওয়ার্ক

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান হতে মোট ৭৫ টিরও বেশি শহর ইকলীর সদস্য এবং আমাদের নেটওয়ার্কভুক্ত। এছাড়াও, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপসহ বেশ কিছু দেশে আমাদের কাজ বিস্তৃত। **বাংলাদেশে মোট ১২ টিরও বেশি শহর ইকলীর নেটওয়ার্কভুক্ত**, যার মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিংড়া পৌরসভা, ফরিদপুর পৌরসভা ইকলীর সদস্য শহর। বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ - ম্যাব) এবং লোকাল গভর্নমেন্টস্ নেটওয়ার্ক (এলজিনেট) ইকলীর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

আমাদের কাজসমূহ

- স্থানীয় সরকারের জন্য টেকসই উন্নয়ন সহায়ক জ্ঞানভিত্তিক পণ্য প্রণয়ন এবং এই সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান।
- টেকসই উন্নয়ন সহায়ক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানকারী সংস্থাগুলির সাথে সম্পৃক্ত করণে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা এবং সম্মেলন পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি সমসাময়িক জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।
- উপদেষ্টা এবং পরামর্শমূলক সেবা প্রদান।

ইকলী ফাইভ পাথওয়েজ - যার ভিত্তিতে আমাদের কাজগুলি বাস্তবায়ন হয়

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ইকলী তাদের সকল কাজে একটি কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করে থাকে। যাতে করে শরগুলিতে টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু সহনশীলতা, দক্ষ জনবল, উন্নত জীববৈচিত্র্য, নিম্ন কার্বন নির্গমন, অধিক উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতির বিকাশ এবং সুস্থ ও সুখী সম্প্রদায় অর্জন করা যায়। এই কৌশলগত পন্থাটি **ইকলী ফাইভ পাথওয়েজ** নামে পরিচিত।

নিম্ন কার্বন নির্গমন ভিত্তিক উন্নয়ন/লো-এমিশন ডেভেলপমেন্ট

এইরূপ উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে ও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করে এবং এর মাধ্যমে সবচেয়ে টেকসই উপায়ে জনস্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়।

প্রকৃতি ভিত্তিক উন্নয়ন/নেচার-বেইজড ডেভেলপমেন্ট

এর মাধ্যমে শহরের অন্তর্বর্তী ও চারপাশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের সঠিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়। যা আমাদের স্থানীয় অর্থনীতি এবং জীবনমান উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

চক্রাকার উন্নয়ন/সার্কুলার ডেভেলপমেন্ট

এই কাজটি টেকসই সমাজ গঠনের জন্য উৎপাদন এবং খরচের পদ্ধতিগুলিকে প্রসার করে। যা পুনঃব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহার করে "উৎপাদন, ভোগ ও বাতিল" এই পন্থার সমাপ্তি এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার ভোগ ও উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন/রেজিলিয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট

এর মাধ্যমে শহরের পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত, সামাজিক পরিবর্তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাস, প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় মৌলিক ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে সহায়তা প্রদান করা হয়।

ন্যায়সঙ্গত এবং মানুষ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন/ইকুইটেবল এন্ড পিপল সেন্টারড ডেভেলপমেন্ট

এর মাধ্যমে অধিক ন্যায্য, বাসযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর সম্প্রদায় গড়ে তুলতে এবং দারিদ্র্য মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করা হয়।

আমাদের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হন

ইকলী সাধারণত স্থানীয় সরকার/শহর এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলিকে সদস্যপদ প্রদান করে থাকে। বিশ্বব্যাপী ইকলীর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই সদস্যপদ গ্রহণ করা যায়। **ইকলীর সদস্যপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার/শহরগুলিকে একাধিক প্রকল্পসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়।** ইকলীর সদস্য ফি স্থানীয় সরকার/শহরের মোট জনসংখ্যা এবং বাৎসরিক আয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

আমাদের সদস্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে প্রদত্ত ওয়েবসাইট লিংকে ভিজিট করুনঃ
http://southasia.iclei.org/our-members/join-us.html

অথবা, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ
membership@iclei.org

ICLEI
Local Governments for Sustainability
SOUTH ASIA

যোগাযোগ

ইকলী সাউথ এশিয়া - বাংলাদেশ
বাড়ি নং ১২, সড়ক নং ২০, নিকুঞ্জ ২, খিলক্ষেত,
ঢাকা ১২২৯, বাংলাদেশ।

+৮৮-০১৮১৯ ৮৬৬৭৬৬
jubaer.rashid@iclei.org
https://southasia.iclei.org/bangladesh-office/

https://www.facebook.com/ICLEIBangladesh
https://twitter.com/ICLEIBangladesh